দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 DEC 1995
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

103

ঢাকা ভার্সিটি শিক্ষক সমিতি নির্বাচনের চালচিত্র

মুজতবা খন্দকার : আগামী ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষক মহলে এখন জোর প্রচারণা চলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে জাতীয় রাজনীতির প্রভাব পড়েছে বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে।

নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত সাদা এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। সূত্র জানিয়েছে, নীল প্যানেলের শিক্ষকগণ নির্বাচনে জয়ী হবার জন্য জামায়াতে ইসলামী সমর্থক

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি শিক্ষক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

এদিকে, কয়েকটি বাম সংগঠন সমর্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি অংশ শিক্ষক সমিতি নির্বাচনে এখনও সক্রিয় হননি। সূত্র জানিয়েছে, এই শিক্ষকগণ ঠিক করেছেন, যারা রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাদের তারা ভোট দেবেন না। যেসব প্রার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে নিজেদের জড়িত রাখবেন শুধু তাদেরই ভোট দেবেন এবং নির্বাচিত করবেন। বামপন্থী শিক্ষকগণ জামায়াতে ইসলামী সমিতি শিক্ষকবৃন্দ যে প্যানেলকে সমর্থন করবে সেই প্যানেলকে ভোট দেবেন না। সেই হিসাবে এই শিক্ষকগণ সাদা দলকে সমর্থন করতে পারবে বলে সূত্র জানিয়েছে। এই রকম শিক্ষক রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০ জনের মত। এদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রফেসর সাদউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর এ বি এম খালেদ, প্রফেসর আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির '৯২ সালের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে সদস্য প্রার্থী বাংলা বিভাগের প্রফেসর সাঈদ-উর-রহমান গত মঙ্গলবার রাতে দৈনিক বাংলাকে বলেন, শিক্ষক সমিতির ১৯৯৪ সালের বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, সমিতি শিক্ষকদের দাবী আদায়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তিনি বলেন, সাদা প্যানেলই শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া আদায়ে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। তিনি বলেন, সাদা প্যানেলের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসানো হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের শহীদ ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য স্মৃতিফলক নির্মিত হয়েছে।

তিনি বলেন, এছাড়া আমরাই ডীন ও চেয়ারম্যানদের ভাতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকদের খাতা দেখা বাবত ভাতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দাবী করেছিলাম।

গত কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন নির্বাচনে সাদা প্যানেল ৬টি অনুষদে বিজয়ী হয়েছিল। সেই হিসাবে সাদা প্যানেল এবার শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে বিজয়ের আশা ব্যক্ত করেছে। এই দলের সভাপতি প্রার্থী ও রোকেয়া হলের প্রভোস্ট জিন্নাতুন্নেছা তাহমিদা বেগমের শিক্ষক মহলেও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে। তার জয়ের সম্ভাবনা বেশী বলে শিক্ষক মহলের ধারণা।

এদিকে, ৩০ ডিসেম্বর শিক্ষক সমিতি নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করার জন্য অনেক শিক্ষক দাবী করেছেন। এইসব শিক্ষক সমিতির নিকট লিখিত আবেদনে বলেছেন, এই দিন বিরোধীদল আহুত অবরোধের ফলে ক্যাম্পাসের বাইরে বসবাসরত শিক্ষকগণ নির্বাচনে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। তারা সবার ভোটদান নিশ্চিতকরণের জন্য ৩০ ডিসেম্বরের পরিবর্তে অন্য যে কোন দিন নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট করার জন্য শিক্ষক সমিতির নিকট দাবী করেছেন।